পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল-৮)
৩৭/৩/এ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০
www.pallisanchaybank.gov.bd

নং পসব্য/প্রকা/পরি-০৭/২০১৯-২০/২৭৩৭

তারিখ ঃ ১৬/০৪/২০২০খ্রি.

ব্যবস্থাপক
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
সকল শাখা

বিষয় ঃ বর্তমান বোরো ধান উৎপাদন মৌসুমে পরিবারভিত্তিক/সমাজভিত্তিক শস্য গোলা ব্যবস্থাপনা ও ঋণ নীতিমালার আওতায় আমার বাড়ি আমার খামার সমিতির সদস্যদের ধান/চাল/গমের বিপরীতে ঋণ প্রদান প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বর্তমান বিশ্বব্যাপী করোনা সংক্রমনের কারণে ধান/চাল/গমের মূল্য কৃষক পর্যায়ে সন্তোষজনক রাখার প্রয়োজনে এবং ভবিষ্যতে খাদ্যশস্য সরবরাহ প্রক্রিয়া অক্ষুন্ন রাখার জন্য সরকার বর্তমান বোরো মৌসুমে ৮ লক্ষ টন ধান, ১০ লক্ষ টন সিদ্ধ চাল ও ১ লক্ষ টন আতপ চাল সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এজন্য সরকার কর্তৃক নিম্নরূপ সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

ক)	ধান	২৬ টাকা প্রতি কেজি।
খ)	সিদ্ধ চাল	৩৬ টাকা প্রতি কেজি।
গ)	আতপ চাল	৩৫ টাকা প্রতি কেজি।

০২। যোগাযোগ, দুরত্ব বা অন্য যে কোন কারণে আমার বাড়ি আমার খামার সমিতির (পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তরিত এবং যে সকল সমিতি এখনও স্থানান্তরিত হয়নি) সে সকল অস্বচ্ছল/প্রান্তিক কৃষক সরকারী খাদ্য গুদামে ধান/চাল/গম বিক্রয় করতে পারবেননা, তাদের শস্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক পরিবারভিত্তিক/সমাজভিত্তিক শস্য গোলা ব্যবস্থাপনা ও ঋণ নীতিমালা চালু করেছে। আমার বাড়ি আমার খামার সমিতির সদস্য হননি এমন কোন প্রান্তিক কৃষককে সমিতির সদস্য করেও এ ঋণ প্রদান করা যাবে। অত্রসাথে সংযুক্ত জারীকৃত ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে ঋণ প্রদান করে প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকের ধান/চাল/গমের বিপরীতে ঋণ প্রদান তথ্য সংরক্ষণ এবং সাপ্তাহিকভিত্তিতে নির্ধারিত ছকে এ সম্পর্কিত তথ্য প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৮.৪.২০২০

(আকবর হোসেন)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিঃ সচিব)
ফোন নং ৯৩৬২৭১২
ফ্যাক্স নং ৯৩৪৮২০৬

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঃ
১) চেয়ারম্যান, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।
২) উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।
৩) মহাব্যবস্থাপক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।
৪) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
৫) জেলা কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক/জেলা সমন্বয়কারী, আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প (সকল)।
৬) নথি।

১৬/০৪/২০২০

(মোঃ ইসমাইল মিয়া)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

পরিবারভিত্তিক/সমাজভিত্তিক শস্যগোলা ব্যবস্থাপনা ও ঋণ নীতিমালা

১। প্রেক্ষাপট ও প্রস্তাবনা ঃ

কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার এ দেশে প্রাচীনকাল থেকে কৃষক এবং কৃষিনির্ভর পরিবারে বাৎসরিক খাদ্য শস্য গোলায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু ছিল এবং বর্তমানেও কিছু আছে। শিল্প ও সেবা সেক্টরে জনবল চাহিদার প্রয়োজনে কৃষি সেক্টর থেকে জনবল যেমনি কমছে, তেমনি কৃষি উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়ে প্রযুক্তির প্রয়োগ বাড়ছে। সাথে আছে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একই জমিতে বৎসরে একাধিক ফসল উৎপাদন, সার, কীটনাশক এবং অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার। ধান বাড়িতেই ঢেকিতে ভেঙ্গে চাল করার প্রথা রহিত হয়ে গেছে। প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে গ্রামের ছোট ছোট চাল কল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার সময়কালে এ দেশে চাল উৎপাদন ছিল প্রায় ১ কোটি টন। কৃষি শিল্পায়ন, অবকাঠামোসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে কৃষি জমি অনেক কমে যাবার পরেও এখন খাদ্য শস্যের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৪ গুণ। বাজারে খাদ্য শস্যের সরবরাহ যথাযথ মূল্যে অব্যাহত রাখার জন্য সরকারী গুদাম আছে অনেক এবং এগুলোর ধারণ ক্ষমতা প্রায় ২২ লক্ষ টন। কৃষক পর্যায়ে ধানের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য কৃষকের কাছ থেকে সরকার কর্তৃক সরাসরি ধান ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

সরকারী পর্যায়ে খাদ্য শস্যসহ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির এবং বিপণনের এতসব প্রচেষ্টা সত্বেও প্রান্তিক পর্যায়ের অনেক কৃষক অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি সরকারী খাদ্য গুদামে ধান চাল বিক্রয় করতে পারেন না। তা'ছাড়া ধান মাড়াইয়ের পরপরই প্রান্তিক ও অস্বচ্ছল কৃষকের ধান বিক্রয়ের প্রয়োজন হয়। তখন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে এবং বাজার মূল্যের মধ্যে বড় একটা ব্যবধান থাকে। এ সুযোগে মধ্যসত্বভোগীরা নিত্য নতুন কৌশল অবলম্বন করে লাভের একটি বড় অংশ নিয়ে যায়। সরকারী খাদ্য গুদামে বছরে প্রায় ২০ লক্ষ টন চাল সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে বোরো মৌসুমে প্রায় ১০ লক্ষ টন এবং বাকী অর্ধেকের অধিকাংশ আমন মৌসুমে সংগ্রহ করা হয়। সরকারী খাদ্য গুদামে চাল সরবরাহের জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের সাথে ১০৬৫টি বৃহৎ অটো চাল কল, ২৪৮২টি মাঝারী চাল কল এবং ১৭০৮৬ রাবার পলিশবিহীন ছোট চাল কলের সাথে চুক্তি আছে। কৃষকের কাছ থেকে চাল ক্রয়ের ব্যবস্থা থাকলেও সরকারী খাদ্য গুদামে এসব চাল কলের মাধ্যমেই অধিকাংশ চাল সংগ্রহ করা হয়।

পল্লী অঞ্চলে কৃষিনির্ভর যেসব পরিবার পূর্বে কৃষি শ্রমিকদের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করতেন, তারা এখন উৎপাদনে নেই। ফসল উৎপাদন করে বর্গাচাষী বা বন্ধকী চাষী হিসেবে একটু দরিদ্র শ্রেণির কৃষক। পুজির স্বল্পতার জন্য তাদের ঋণ নিয়ে জমি বন্ধক গ্রহণ ও ফসল উৎপাদন করতে হয়। তাছাড়া, বোরো ধান উৎপাদনে সেচ, সার, কীটনাশক ব্যবহারের কারণে খরচ একটু বেশী। তাই ধান ওঠার সাথে সাথে তাদের ফসল বিক্রয় করে ঋণ শোধ করতে হয়। তাছাড়া, কৃষিনির্ভর নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবার যেহেতু কৃষি পেশায় নেই। তাই পূর্বে ধান সংরক্ষণের জন্য প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ধানের গোলায় ধান সংরক্ষণ ব্যবস্থাটিও কমে গেছে দৃশ্যমানভাবে। দরিদ্র কৃষকের পক্ষে অর্থের অভাবের কারণে তাই ধান সংরক্ষণের সুযোগ ঘটেনা।

সরকারী খাদ্য গুদামে ধান/চাল বিক্রয় করতে হলে কিছু মানমাত্রা উত্তরণের প্রয়োজন হয়। যেমন আদ্রতা ১৪% এর কম থাকতে হবে, চিটা ধান ০.৫% এর কম থাকতে হবে, চালের ক্ষেত্রে একই পরিমাণ আদ্রতার পাশাপাশি ভাঙ্গা চাল বা মরা চাল .২৫% এর কম থাকতে হবে ইত্যাদি। কৃষক তার অল্প পরিমাণ ধান চাল নিয়ে খাদ্য গুদামে গেলে এ মানমাত্রা অতিক্রম তার জন্য সহজ হয়না বিধায় মধ্যসত্বভোগীর পাতানো জালে তাদের ধরা দিতেই হয়। এখন সুনামগঞ্জ ও হাওড় অঞ্চলে বোরো ধান উঠতে শুরু করেছে। সেখানে নতুন বোরো ধানের বাজার মূল্য প্রায় ১৭ টাকা। সরকার ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য ধানের দাম নির্ধারণ করেছে ২৬ টাকা। কাজেই বাজার ও সরকারী মূল্যের মধ্যে বিরাট ব্যবধান থাকায় সরকারী গুদামে ধান বিক্রয়ের তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য কৃষককে একটা অঘোষিত যুদ্ধে নামতে হয়। আর এ সুযোগে হাজির হয় মধ্যসত্বভোগী। সরকারী খাদ্য গুদামে ধান সরবরাহ করার নীতিমালায় কৃষক কার্ড, জাতীয় পরিচয়পত্র বা যেসব প্রমাণ কৃষকের জন্য প্রয়োজন, তা এ মধ্যসত্বভোগীরাই সংগ্রহ করার চেষ্টা করে এবং সুবিধার একটি অংশ নিয়ে নেয় এবং অবশিষ্ট সুবিধা সংশ্লিষ্ট কৃষককে দেয়। এতে কিছু কৃষক যে পরিমাণ সুবিধা পায় তার চেয়ে বেশী সুবিধা কয়েক ধাপের মধ্যসত্বভোগীর কপালে জোটে। আর অধিকাংশ কৃষক এ সুবিধার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন।

চলমান পাতা-২

বর্তমানে সারা বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারি আকার ধারণ করেছে। কাজেই, আগামীতে খাদ্য শস্য নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বর্তমান বোরো মৌসুমে সরকার ও ৮ লক্ষ মেট্রিক টন ধান, ১১.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল ও ০.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন গম ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য নিম্নরূপঃ

ক)	ধান	২৬ টাকা প্রতি কেজি।
খ)	সিদ্ধ চাল	৩৬ টাকা প্রতি কেজি।
গ)	আতপ চাল	৩৫ টাকা প্রতি কেজি।

যেসব কৃষক উপরোক্ত মূল্যে সরকারী খাদ্য গুদামে ধান/চাল বিক্রয় করতে পারবেনা, তাদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য কৃষক পর্যায়ে ধান/চাল গোলায় সংরক্ষণ করার কৌশল জনপ্রিয় করা যেতে পারে। কৃষক যেহেতু কৃষির উপকরণ ক্রয় ও জমি বন্ধক গ্রহণের জন্য ঋণ গ্রহণ করেন, তাই ধান উঠার সাথে সাথে ফসল কম মূল্যে বিক্রয় প্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য পরিবার ও সমিতি পর্যায়ে সংরক্ষণের পুরোনো পদ্ধতি জনপ্রিয় করার জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক পরিবারভিত্তিক/সমাজভিত্তিক শস্য গোলা ব্যবস্থাপনা ও ঋণ নীতিমালা জারী করছে। কোন কৃষক যে পরিমাণ ধান /চাল বিক্রয় করতে ইচ্ছুক, আমার বাড়ি আমার খামার সমিতির মাধ্যমে সে ধান কৃষকের গৃহে সমিতির জিম্মায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে সংরক্ষণ করতে পারবেন। পরে সময়ান্তরে যথাযথমূল্যে সমিতির সম্মতি ও সুপারিশের ভিত্তিতে তিনি ধান বিক্রয় করে ঋণ শোধ করবেন। এতে কৃষক যেমন ন্যায্যমূল্য পাবেন, মধ্যসত্বভোগীর ভূমিকার দৌরাত্ব কমবে এবং পরবর্তী বছরে কৃষক ধান চাষে আরও আগ্রহী ও বিনিয়োগ করতে পারবেন। সে প্রেক্ষাপটে এ ঋণ কর্মসূচি পরিচালনার জন্য নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন ও জারী করা হলো ঃ

২। **নীতিমালার নাম ঃ** পরিবারভিত্তিক/সমাজভিত্তিক শস্য গোলা ব্যবস্থাপনা ও ঋণ নীতিমালা।

৩। সংজ্ঞা ঃ

ক. শস্য বলতে কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত ধান, চাল, ডাল, সরিষা এবং দানা জাতীয় খাদ্য দ্রব্য যা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা সম্ভব তাই বুঝাবে।

খ. গোলা বলতে কৃষকের নিজ গৃহের মধ্যে বা গৃহের আঙ্গিনায় বাঁশ, হোগলা, নল বা অনুরূপ জাতীয় বস্তু দ্বারা নির্মিত খাদ্য শস্য সংরক্ষণের কাঠামো/আধার বুঝাবে।

গ. সমিতি বলতে আমার বাড়ি আমার খামার সমিতি বা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার অনুরূপ কোন সমিতি।

ঘ. সমিতির সভাপতি, সম্পাদক, ম্যানেজার বা সদস্য বলতে আমার বাড়ি আমার খামার সমিতি বা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার অনুরূপ কোন সমিতি ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট সমিতির সভাপতি, সম্পাদক, ম্যানেজার বা সদস্য বুঝাবে।

৪। **নীতিমালা প্রয়োগক্ষেত্র ঃ**

এ নীতিমালার আওতায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তরিত এবং স্থানান্তরের জন্য অপেক্ষমাণ সকল আমার বাড়ি আমার খামার সমিতির সদস্য সংশ্লিষ্ট সমিতির মাধ্যমে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের নির্ধারিত শাখা থেকে ধান/চাল শস্যের বিপরীতে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। এ জন্য সদস্য নির্ধারিত ফরমে (ছক-১)সমিতির সম্মতিতে শাখা ব্যবস্থাপকের নিকট আবেদন দাখিল করবেন।

৫। **ঋণের পরিমাণ ঃ**

কোন সদস্য সর্বোচ্চ ২৫ মন ধান বা ২০ মন চাল বা খাদ্য শস্য নিজের গৃহে বা গোলায় সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমিতির জিম্মায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

৬। **ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ ঃ**

ক) ধান/চাল/গমের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত মূল্য হিসাবে বিক্রিতব্য শস্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

(খ) অন্য শস্যের ক্ষেত্রে বাজার দর যাচাই করে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

গ)শাখা ব্যবস্থাপক মাঠ সহকারী/জুনিয়র অফিসার (মাঠ) এর মাধ্যমে ৩ দিনের মধ্যে যাঁচাই করে ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাবিত শস্যের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের ৮০% পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যাবে।

৭। **ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষমতা ঃ** শাখা ব্যবস্থাপক ঋণ মঞ্জুর করবেন।

৮। **মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিতরণঃ** মঞ্জুরীকৃত ঋণ সঞ্জয়ী হিসাবের মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে।

৯। **মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীম এ চাঁদা প্রদান ঃ** এ ঋণের ক্ষেত্রেও মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীম এ ১% হারে চাঁদা প্রদান করতে হবে।

চলমান পাতা-৩

১০। ঋণের বিপরীতে জামানত ঃ

ক. শস্য যেহেতু সংশ্লিষ্ট সদস্যের গোলায় জিম্বায় থাকবে, কাজেই আবেদনকারী সদস্য নিজ জিম্মায় খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করবেন বিধায় ব্যক্তিগতভাবে জিম্মাদার হবেন।

খ. একইসঙ্গে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি এ ঋণ প্রদানে সুপারিশ করবে বিধায় সমিতি'এ কার্যক্রমের সুপারিশকারী ও তদারককারীর ভূমিকা পালন করবে বিধায় সমিতি ও পাশাপাশি সামষ্টিক দায় বহন করবে।

গ. ঋণের আবেদন মঞ্জুর হলে ঋণ প্রদানের সময় ঋণ গ্রহীতা অস্থায়ী সম্পদ বন্ধক রাখা (হাইপফিকেশন) সম্পর্কিত নির্ধারিত (ছক-খ) ফরমে স্বাক্ষর করবেন এবং সমিতির পক্ষে ব্যবস্থাপনা কমিটির কমপক্ষে ১ জন সদস্যসহ মোট ৩ জন সদস্য নিশ্চয়তা প্রদান সম্পর্কিত অংশে স্বাক্ষর করবেন।

১১। ধান/চাল/খাদ্য শস্য সংরক্ষণ ঃ

ক. সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী নিজ গৃহে ও জিম্মায় বন্ধকীকৃত খাদ্য শস্য সংরক্ষণ করবেন বিধায় বন্ধকীকৃত ধান/চাল/ খাদ্য শস্য যথাযথ সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকবেন।

খ. প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট বা অন্য কোন কারণে খাদ্য শস্যের কোন ক্ষতি হলে, গুণতমান কমে গেলে বা বিক্রয়মূল্য কমে গেলে সে জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহণকারী দায়বহন করবেন।

১২। খাদ্য শস্য বিক্রয় ও ঋণ পরিশোধ ঃ

ক. সংশ্লিষ্ট সদস্য বন্ধকীকৃত শস্য সমিতির সম্মতিতে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট মাঠ কর্মী/জুনিয়র অফিসার (মাঠ) কে অবহিত রেখে যে কোন সময় বিক্রয় করতে পারবেন।

খ. খাদ্য শস্য বিক্রয় করার ২৪ ঘন্টার মধ্যে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঋণের অর্থ বাৎসরিক ৫% হারে সার্ভিস চার্জসহ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন। ব্যাংক সময় সময় এ হার পরিবর্তন করতে পারবে।

গ. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রয়োজন অনুযায়ী বন্ধকীকৃত খাদ্য শস্যের সম্পূর্ণ অংশ বা আংশিক বিক্রয়ের সুযোগ পাবেন এবং আংশিক বিক্রয় করা হলে আনুপাতিক হারে ঋণের অর্থ সার্ভিস চার্জসহ পরিশোধ করবেন।

১৩। ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ঃ

খাদ্য শস্য দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করলে যেমনি গুণগত মান হারায় এবং পরবর্তী ফসল ওঠায় মূল্য কমে যায় ; তাই এ বন্ধকীকৃত খাদ্য শস্য ০৩ মাসের বেশী সংরক্ষণ করা যাবে না। বিশেষ ক্ষেত্রে সমিতি ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশে শাখা ব্যবস্থাপক আরও সর্বোচ্চ ০৩ মাস সময় বর্ধিত করতে পারবেন।

১৪। ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ

ক. এ কর্মসূচির আওতায় ঋণ গ্রহণকারীকে অবশ্যই আমার বাড়ি আমার খামার সমিতির সদস্য ও প্রান্তিক/অস্বচ্ছল কৃষক হতে হবে।

খ. যে সকল সদস্যগণের পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ পরিশোধ সন্তোষজনক, সে সকল সদস্যগণ এ ঋণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন।

গ. আমার বাড়ি আমার খামার সমিতির সদস্য না হওয়া কোন অস্বচ্ছল প্রান্তিক যোগ্য কৃষক থাকলে তাকে সমিতিভুক্ত করে ঋণ প্রদান করা যাবে।

ঘ. ঋণের জন্য বন্ধকযোগ্য ধান/চাল/গম বা অন্য খাদ্য শস্য সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নিজ জমিতে বা বর্গা জমিতে উৎপাদিত হতে হবে। অথবা ধান কাটা বা পারিশ্রমিক হিসেবে প্রাপ্ত ধান/চাল/বা খাদ্য শস্য হতে হবে।

১৫। খেলাপী ঋণ আদায় ঃ

শস্য ঋণ সংগ্রহকারী কোন সদস্য ঋণ খেলাপী হলে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ বিধিমালা ও ঋণ সম্পর্কিত নীতিমালা অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে খেলাপী ঋণ আদায় করা হবে।

১৬। শস্য গোলা নির্মাণ ঃ

ক. প্রাথমিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সদস্য নিজ গৃহের মধ্যে বা আঙ্গিনায় শস্য গোলা নির্মাণ করে বা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় খাদ্য শস্য সংরক্ষণ করবেন।

খ. পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট সদস্যের শস্য সংরক্ষণ ও ঋণ পরিশোধ সম্পর্কিত কার্যক্রম সন্তোষজনক হলে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে শস্য গোলা নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ করা যাবে।

১৭। বিবিধ ঃ পরিবারভিত্তিক/সমাজভিত্তিক খাদ্য শস্য সংরক্ষণের জন্য শস্য গোলা ব্যবস্থাপনা জনপ্রিয় করা এবং উৎপাদিত খাদ্য শস্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সময়ে সময়ে নির্বাহী আদেশ জারী করবেন।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

ছক-'ক'

..... শাখা

..... জেলা

ধান/চাল/গম/শস্যের বিপরীতে ঋণ আবেদন পত্র

জেলা	ঃ	উপজেলা		ওয়ার্ড নংঃ	
ইউনিয়ন	ঃ	গ্রাম			

সমিতির নাম	ঃ	সীল
সমিতির কোড নং	ঃ	
সমিতির মোবাইল ফোন	ঃ	

আবেদনকারীর নাম	ঃ	
সদস্য কোড নং	ঃ	
পিতা/স্বামীর নাম	ঃ	
মোবাইল ফোন নং	ঃ	
কর্মসূচির নাম	ঃ	পরিবারভিত্তিক/সমাজভিত্তিক শস্য গোলা ব্যবস্থাপনা ।
উদ্দেশ্য	ঃ	সাময়িক সময়ের জন্য খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ও ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ।
বাস্তবায়নকাল	ঃ	০৩ মাস।
খাদ্য শস্যের বিবরণ ও পরিমাণ	ঃ	
সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বন্ধকীকৃত খাদ্যশস্যের মূল্য	ঃ	কথায়ঃ টাকা (.....) মাত্র
প্রস্তাবিত ঋণ নির্ধারিত মূল্যের সর্বোচ্চ ৮০%	ঃ	কথায়ঃ টাকা (.....) মাত্র
বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের সম্ভাব্য আয়	ঃ	
আবেদনকৃত ঋণের পরিমাণ	ঃ	কথায়ঃ টাকা (.....) মাত্র
আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ	ঃ	

সুপারিশঃ

১. আবেদনকারী জনাব/বেগম ..... হেফাজতে তার নিজস্ব জমিতে উৎপাদিত/বর্গা জমিতে উৎপাদিত/শ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্ত উপরোক্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য সংরক্ষিত আছে। তিনি নিয়মিত সঞ্চয় জমা করেন এবং সমিতির নিয়ম মেনে চলেন। জনাব/বেগম ..... কে .....(কথায়.....) টাকা ঋণ মঞ্জুর করার সুপারিশ করা হলো। উক্ত ঋণ ০৫% হারে সার্ভিস চার্জ মোট টাকা..... (কথায় .....) মাত্র ..... টি সমান সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক ..... কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য (রেজুলেশনের কপি সংযুক্ত)।

সমিতির ম্যানেজার/সভাপতি　　মাঠ সহকারী　　ফিল্ড সুপারভাইজার

২. ঋণ মঞ্জুর প্রস্তাব অনুমোদিত/বাতিল

প্রস্তাবিত প্রকল্প আয়বর্ধনশীল এবং সফল হবে মর্মে আশা করা যায়/যায় না। আবেদনকারী জনাব/বেগম ..... ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করেছেন/করেননি বিধায় প্রস্তাবিত ঋণ মঞ্জুর/বাতিল করা হলো।

তারিখ ঃ

শাখা ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর

বিতরণঃ

১. সভাপতি/ম্যানেজার, ...
২. আবেদনকারী, জনাব .....
৩. পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক অফিস নথি।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

ছক-'খ'

..... শাখা

..... জেলা

শস্যের বিনিময়ে ঋণ প্রস্তাব ও ঋণ আবেদন পত্র

জেলা	ঃ	উপজেলা ঃ	ওয়ার্ড নং ঃ
ইউনিয়ন	ঃ	গ্রাম	

সমিতির নাম	ঃ	সীল
সমিতির কোড নং	ঃ	
সমিতির মোবাইল ফোন	ঃ	

দায়বদ্ধ রাখার একরারনামা

এই একরারনামা ২০২০ সনে ..... তারিখে আমি ....., গ্রামঃ ....., ডাকঘরঃ ....., জেলা ঃ ....., সদস্য নং ঃ ..... কর্তৃক এই দলিল আমার উত্তরাধিকারীগণ, তত্ত্বাবধায়কবৃন্দ ও নির্দিষ্ট ব্যক্তিগণকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আমাকে ও আমার পরিবার সদস্যকে ----------কেজি ধান/চাল/গম/খাদ্যশস্যের টাকা ..... (কথায় .....) মাত্র ০৩ মাসের মধ্যে পরিশোধের শর্তে ঋণ মঞ্জুর করেছে। যতদিন উক্ত ঋণের টাকা ও তার সার্ভিস চার্জ সম্পূর্ণ পরিশোধ না হবে, ততদিন ঋণের বিপরীতে রাখা ধান/চাল/গম/খাদ্য শস্য আমি কোন অবস্থাতে হস্তান্তর করবো না। আমি ঋণ প্রদানে যাবতীয় শর্ত মানতে এবং টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধের পূর্বে কোন কারণবশতঃ ঋণের টাকা বা তা দ্বারা অর্জিত সম্পত্তি নষ্ট হলেও আমি সমস্ত পরিশোধের বাধ্য থাকব। ঋণের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে উক্ত পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক ঋণ ও সার্ভিস চার্জের টাকা আদায় করতে বা আদায়ের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। উত্তরাধিকারীগণ কোনরূপ আপত্তি করতে পারবে না এবং আপত্তি করলে আইনগত কোন বৈধতা থাকবে না। স্বজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় ও সুস্থ মস্তিষ্কে আমি এই একরারনামা স্বাক্ষর করলাম।

.....
(আবেদনকারীর স্বাক্ষর)
সদস্য নংঃ
তারিখঃ

সাক্ষী

১।

স্বাক্ষর
.....
নাম ঃ .....
পিতা/স্বামীর নাম ঃ
.....
গ্রাম ঃ .....
ডাকঘর ঃ .....

২।

স্বাক্ষর .....
নাম ঃ .....
পিতা/স্বামীর নাম ঃ .....
গ্রাম ঃ .....
ডাকঘর ঃ .....

নোট ঃ মহিলা ঋণ গ্রহীতার ক্ষেত্রে উপরোক্ত সাক্ষীদ্বয়ের মধ্যে একজন হবেন ঋণ গ্রহীতার পরিবার প্রধান এবং সদস্য।